

সম্পাদকীয়

মালদা বললেই সাধারণত মনে হয় আম, রেশম, গৌড়-পাণ্ডয়ার ইতিহাস কিংবা সীমান্তবর্তী জেলার নানা আর্থসামাজিক সমস্যা। কিন্তু মালদার পরিচয়ের পরিধি যে তার চেয়ে অনেক বড়, গাজোল মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একদিনের আন্তর্জাতিক সেমিনার সেই কথাটিই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। জেলার একটি মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে যখন দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা একই মঞ্চে বসে দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার-ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগশীলতার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সেটিকে নিছক একটি কলেজের অনুষ্ঠান হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি আসলে জেলার উচ্চশিক্ষার পরিসরকে বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করার একটি প্রয়াস। সেমিনারের বিষয়— ‘আত্মনির্ভর ভারত: স্থানীয় পরিসরে দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার-ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগশীলতার মাধ্যমে অগ্রগতি’—বর্তমান সময়ের সঙ্গে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। কারণ আত্মনির্ভরতার আলোচনা কেবল বড় শিল্প, বিদেশি বিনিয়োগ কিংবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার প্রকৃত ভিত্তি তৈরি হয় স্থানীয় স্তরে। একটি জেলার তরুণ কী শিক্ষছে, কীভাবে কাজের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করছে, স্থানীয় সম্পদকে কীভাবে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে এবং সেই উৎপাদন কীভাবে বাজারে পৌঁছচ্ছে—এই প্রশ্নগুলির উত্তরেই আত্মনির্ভরতার বাস্তব ভিত্তি নিহিত। এই জায়গাতেই গাজোল মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগটির গুরুত্ব। মালদার মতো জেলার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগশীলতার বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। জেলার বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হলে শুধু সরকারি চাকরির দিকে তাকিয়ে

থাকা যথেষ্ট নয়। স্থানীয় কৃষি, আমভিত্তিক শিল্প, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, পরিষেবা ক্ষেত্র এবং নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসাকে কীভাবে সংগঠিত করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে হবে। সেই ভাবনার সঙ্গে বাজারের চাহিদাকে যুক্ত করতে হবে। আর এখানেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ যদি কেবল পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করে, তবে তার দায়িত্ব সীমিত থাকে। কিন্তু কলেজ যদি শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিনতে, সমাধান ভাবতে, নতুন উদ্যোগের সম্ভাবনা খুঁজতে এবং স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করতে শেখায়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থে সমাজ নির্মাণের অংশীদার হয়ে ওঠে। গাজোল মহাবিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সেমিনারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর আন্তর্জাতিক চরিত্র। থাইল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বক্তাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ দেখিয়ে দেয় যে আন্তর্জাতিক মানের আলোচনা করার জন্য সবসময় কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই কিংবা দেশের বড় শহরগুলির মঞ্চের প্রয়োজন নেই। উত্তরবঙ্গের একটি জেলা শহরের কলেজও এমন একটি আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক সেমিনারের সার্থকতা কেবল মঞ্চে বক্তৃতা, উদ্বোধন বা অতিথিদের উপস্থিতিতে শেষ হওয়া উচিত নয়। আসল প্রশ্ন হল—সেমিনার থেকে কী বেরিয়ে এল? সেই আলোচনা কি শ্রেণিকক্ষে পৌঁছবে? শিক্ষার্থীরা কি বাস্তব প্রকল্পে যুক্ত হবে? স্থানীয় সম্পদ ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে গবেষণা হবে? কলেজ কি পরবর্তী সময়ে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ বা শিল্পমহলের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে? সেমিনারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হবে তখনই, যখন তার অভিঘাত ভবিষ্যতেও থেকে যাবে।

ক্যানসার বধে স্মার্ট চিকিৎসার উদ্ভাবন

সন্দীপন তালুকদার

দুর্গাপুর: ক্যান্সার হলো শরীরের স্বাভাবিক কোশ বিভাজনের শৃঙ্খলা ভেঙে যাওয়ার ফল— যেখানে পুরনো কোশ না মরে অস্বাভাবিকভাবে নতুন কোশ তৈরি হতে থাকে। এই অনিয়ন্ত্রিত কোশপুঞ্জ এক জায়গায় জমা হয়ে টিউমার তৈরি করে; তবে সব টিউমার কিন্তু ক্যান্সার নয়। যখন বিভাজিত কোশ এক জায়গায় শান্ত ও সীমাবদ্ধ থাকে তখন তা ‘বিনাইন’ বা সাধারণ টিউমার; আর যদি তারা দ্রুত শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তা-ই হলো ম্যালিগন্যান্ট বা ক্যান্সার টিউমার। প্রচলিত কেমোথেরাপিতে এই ম্যালিগন্যান্ট কোশ মারতে গিয়ে সুস্থ কোশও ধ্বংস হতো, ফলে রোগীর চুল পড়া, চরম দুর্বলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ও তীব্র যন্ত্রণা দেখা দিত। ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে টিউমারের এই ‘ম্যালিগন্যান্সি’ বা ক্ষতিকর রূপটি দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে চিনে নেওয়ার মধ্যে। আর এই কঠিন কাজটি গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে করেছেন গুয়াহাটির আইএএসএসটি-র গবেষক ড. আশিশ বালা এবং ‘আইআইটি গুয়াহাটি’-র ড. কে. পি. ভাবকের যৌথ দল। গবেষকরা তৈরি করেছেন আরকে- ২৫১ নামক এক স্মার্ট ড্রাগ। কিন্তু কীভাবে কাজ করে এই নতুন ওষুধ? আমাদের কোশে খাবার থেকে শক্তি তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিছু অতিমাত্রায় সক্রিয় অক্সিজেন অণু তৈরি হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিজ’ বা সংক্ষেপে ‘আরওএস’। সুস্থ কোশে এটি কম থাকলেও ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার কোশে এই বিষাক্ত আরওএস-এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে। বিজ্ঞানীদের তৈরি আরকে-২৫১ মূলত একটি দ্বিমুখী ‘স্মার্ট মলিকিউলার ট্র্যাপ’ হিসেবে কাজ করে। মানবদেহে প্রবেশের পর এটি রক্তস্রোতে ভেসে স্বাভাবিক সুস্থ কোশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে, ফলে কোনো সুস্থ কোশের বিনাশ

ঘটে না। কিন্তু ওষুধটি যখনই ম্যালিগন্যান্ট কোশের উচ্চ ‘আরওএস’ পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, অমনি রাসায়নিক অনুঘটকের উপস্থিতিতে এর সুপ্ত ‘ট্রিগার’-টি অন হয়ে যায়। সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরকে-২৫১ ক্যান্সার কোশের পর্দা ভেদ করে ভেতরে ঢোকে এবং এনবিডিহেজ নামক অত্যন্ত শক্তিশালী বিষাক্ত অ্যাপ্টি-ক্যান্সার রাসায়নিক যৌগ মুক্ত করে। এই উপাদানটি ক্যান্সার কোশের টিকে থাকার মূল চালিকাশক্তি জিএসটিপি১-১ নামক উৎসেচকের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে একদিকে যেমন শক্তি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে ক্যান্সার কোশটি তীব্র রাসায়নিক চাপের মুখে পড়ে ভেতর থেকেই আত্মহনন বা ‘অ্যাপোপটোসিস’ ঘটাতে বাধ্য হয়।

আন্তর্জাতিক ‘এসিএস জার্নাল অফ মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি’-তে প্রকাশিত এই গবেষণাটি বিশ্বজুড়ে বিপুল সমাদৃত হওয়ার মূল কারণ এর নিখুঁত লক্ষ্যদেদ। প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণায় অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ‘ট্রিপল-নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার’ এবং ‘জেরাত্রাফিশ ড্রাগ’-এর ওপর প্রয়োগে এটি শতভাগ নিরাপদ প্রমাণিত হয়েছে ও সুনির্দিষ্ট সাফল্য পেয়েছে। কেমোথেরাপির অল্প বিষাক্ততা এড়িয়ে বেছে বেছে কেবল ক্ষতিকর ম্যালিগন্যান্ট কোশ ধ্বংসের এই চিকিৎসাপন্থা ভবিষ্যতে কেবল স্তন ক্যান্সারে যন্ত্রণাহীন নিরাময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। নিখুঁত লক্ষ্যভেদের এই অভিনব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফুসফুস, প্রস্টেট ও অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের মতো জটিল ম্যালিগন্যান্সির বিরুদ্ধেও একই ধরনের স্মার্ট ও নিরাপদ সাইটোটক্সিক ড্রাগ তৈরি করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও, জিনথেরাপি ও নানোটেকনোলজির সঙ্গে এই অণুকে যুক্ত করে ভবিষ্যতে আরও কম মাত্রার ওষুধে শতভাগ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত ‘পার্সোনলাইজড ক্যান্সার থেরাপি’ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসার নতুন দিক খুলে যেতে পারে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে একদিকে যেমন খরচ কমবে, তেমনই আরও বেশি রোগী সুবিধে পাবেন।

ইরানে অর্থ-নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি: ইরানের বিরুদ্ধে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা’ আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। বৃহস্পতিবার মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, তেহরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানো হবে। তাঁর বক্তব্য, সর্বোচ্চ মাত্রায় অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হলে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রয়োজন কমতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একদিন আগে দেওয়া ‘অর্থনৈতিক যুদ্ধ’-এর ইঁশিয়ারির পরেই বেসেন্টের এই মন্তব্য সামনে এসেছে। ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন, যে কোনও দেশ ইরানকে কোনও ধরনের ‘জীবনরেখা’ বা সহায়তা দিলে তাকেও অর্থনৈতিক পরিণতির মুখে পড়তে হবে। এই ইঁশিয়ারির পর বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তিন সপ্তাহেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। বেসেন্ট জানিয়েছেন, ইরানের উপর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি দেশটির বিরুদ্ধে নৌ অবরোধও বজায় রাখা হবে। তাঁর কথায়, এই দুই পদক্ষেপ মিলিয়ে ইরানের উপর এমন চাপ তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। আগামী সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইরান সংক্রান্ত নতুন পদক্ষেপগুলির বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আমেরিকার নতুন নিষেধাজ্ঞার ইঁশিয়ারির তীব্র প্রতিবাদ করেছে ইরান। দেশটির বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাকে ‘অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ’ বলে অভিহিত করেছে। তেহরানের দাবি, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর এবং তা মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়তে

পারে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি অভিযোগ করেছেন, আমেরিকা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে বিপুল সরকারি ঋণ ও বাড়তে থাকা সুদের হার থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, ব্যর্থ নীতির পুনরাবৃত্তি করে ওয়াশিংটন আরও ব্যর্থতার দিকে এগোবে এবং ইরানের জনগণকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। প্রায় পাঁচ দশক ধরে একের পর এক মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে ইরান। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই দেশটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে রয়েছে। ফলে নতুন নিষেধাজ্ঞার চাপ ইরানের অর্থনীতিতে কতটা অতিরিক্ত প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়েও আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থনৈতিক অভিযানের ক্ষেত্রে চিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইরান থেকে সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া তেলের ৮০ শতাংশেরও বেশি কিনেছে চিন। ফলে বেজিং যদি ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখে, তাহলে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় চিনা সংস্থানুলিও পড়তে পারে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। বেসেন্ট অবশ্য চিনের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা প্রকাশ্যে না করে গোপনে করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, চিন তার জ্বালানির একটি বড় অংশ উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে পেয়ে থাকে। ফলে ইরানকে ঘিরে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত চিনের নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তাকেও প্রভাবিত করতে পারে। তবে চিনের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করলে আমেরিকাকেও পাল্টা চাপের মুখে পড়তে হতে পারে। বিশেষত বিরল খনিজ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে চিন

আমেরিকার অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। ফলে ইরানকে ঘিরে মার্কিন অর্থনৈতিক যুদ্ধ বৃহত্তর আমেরিকা-চিন অর্থনৈতিক সংঘাতের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। ইরান ও আমেরিকার সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট বাণিজ্যিক তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে যাতায়াত করত। ইরান হরমুজে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা দেখানোর পর বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এপ্রিল ও জুনে ইরান ও আমেরিকা দু’বার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছিল। লক্ষ্য ছিল হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করা এবং শেষ পর্যন্ত সংঘাতের অবসানের পথ তৈরি করা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সেই উদ্যোগ দ্রুত ভেঙে পড়ে। এরই মধ্যে হরমুজ প্রণালীর ব্যবস্থাপনা নিয়ে ওমানের সঙ্গে আলাদা আলোচনাও চালাচ্ছে ইরান। তেহরানের দাবি, দুই পক্ষ একটি সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছে। ওমানের বিদেশমন্ত্রী বদর আলবুসাইদি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, হরমুজে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে গোটা অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইরানের বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার লেবাননের হিজবুল্লাহ বিরুদ্ধেও নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। মার্কিন অর্থ দফতর সংগঠনটিকে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের কুদস ফোর্সের নির্দেশে ইরানি সরকারের হয়ে কাজ করার অভিযোগে পুনরায় নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে হিজবুল্লাহ অর্থের জোগান ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে দুর্বল করার চেষ্টা করা হবে।

পদক্ষেপ

প্রথম পাতার বাকি অংশ
এলাকায় পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য ৩.৫৮ একর জমি ২৪.৬ কোটি টাকায় কেনার প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। চা-বাগান ও সীমান্তবর্তী এলাকার জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাঁকোস চা-বাগানে ১১৮.৪ একর এবং চামুর্চিতে ০.৭ একর জমি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। মালদহে সীমান্ত নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ১৩.৯ একর জমি ব্যবহারের বিষয়েও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চা-বাগান এলাকায় পর্যটকেন্দ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও জমি ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। চা-বাগানের সর্বাধিক ১৫ শতাংশ জমি চা-পর্যটনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে একদিকে শিল্প প্রকল্পের জন্য জমির জোগান বাড়বে, অন্যদিকে নতুন শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। শিল্প পার্কগুলিতে জমি বরাদ্দের পাশাপাশি পরিকাঠামো ও জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর হলে রাজ্যের শিল্পায়নের গতি আরও বাড়তে পারে।

রেলে এসি রেক

নয়াদিল্লি: মুম্বইয়ের শহরতলি রেল পরিষেবায় পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় রোলিং স্টক দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২৩৮টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইএমইউ রেক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, কাপুরথলার রেল কোচ ফ্যাক্টরি এবং রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরিতে এই রেকগুলি তৈরি করা হবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, মুম্বই আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের আওতায় বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প চালু হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ট্রেনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতেই উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি ১২০টি, কাপুরথলার রেল কোচ ফ্যাক্টরি ৭১টি এবং রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি ৪৭টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইএমইউ রেক তৈরি করবে। তিনটি কারখানা মিলিয়ে মোট ২৩৮টি রেক উৎপাদন করা হবে।

এমডিআরকে স্বাগত সেইলের

নয়াদিল্লি: খনিজ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীল রাজস্ব কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্রের আনা খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০২৬-কে স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইম্পাত সংস্থা স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেল)। গত ১৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার আইনটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেলের মতে, সংশোধিত আইনে খনিজ ক্ষেত্রে কর ও বিভিন্ন ধরনের আরোপের বিষয়ে আরও স্পষ্টতা ও সামঞ্জস্য তৈরি হবে। একই সঙ্গে অতীতের সময়ের জন্য প্রযোজ্য বকেয়া আরোপের বিষয়গুলিরও নিষ্পত্তির পথ তৈরি হয়েছে। এর ফলে খনন শিল্পে আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কমবে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বাড়বে। সেলের নিজস্ব লৌহ আকরিক ও কয়লা খনির কার্যক্রম রয়েছে। সংস্থার মতে, নতুন ব্যবস্থায় খনি পরিচালনার আর্থিক কার্যকারিতা বাড়বে, খনি উন্নয়ন ও নতুন বিনিয়োগে উৎসাহ তৈরি হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে কাঁচামালের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে। রাজস্ব কাঠামো আরও পূর্বানুমানযোগ্য হওয়ায় সেলের নিজস্ব লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও খনিজ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও উন্নয়ন

ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি লৌহ আকরিক উৎপাদনও বাড়তে পারে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে লৌহ আকরিকের জোগানও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজস্ব খনিগুলির উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো মেনে সেল বাজারে অতিরিক্ত লৌহ আকরিক বিক্রির সুযোগ পাবে। এতে দেশের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং ভারতীয় ইম্পাত শিল্পে দেশীয় লৌহ আকরিকের প্রাপ্যতা বাড়বে। সেলের মতে, এই সংস্কারের ফলে খনিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়তে পারে, আমদানিনির্ভরতা কমবে এবং দেশের খনিজ ও জ্বালানি নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে। একই সঙ্গে খনিজভিত্তিক শিল্পগুলির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও বাড়বে। সেল জানিয়েছে, সংস্থা তার খনিজ সম্পদের দায়িত্বশীল ও টেকসই উন্নয়ন, নিজস্ব কাঁচামালের নিরাপত্তা জোরদার করা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আরও বেশি পরিমাণে লৌহ আকরিক সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। এই উদ্যোগে আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।



দৌড়ন ভাই...